54

তারিখ ... 25 FEB 1996 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবই 'কৃষিশিক্ষা'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অষ্টম শ্রেণীর ১৯৯৬ শিক্ষা বছরের জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত 'কৃষিশিক্ষা' বইটির বিশেষত পশুপালন ও মুরগি পালন অধ্যায় পড়ে আমি যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি। এই বইয়ের অজস্র বানান ভুলের পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশনা, ভুল তথ্য শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করবে। এ বিষয়ে সবিস্তর উল্লেখ না করে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি।

পশুপালন অধ্যায়ের প্রথমেই বিভিন্ন বয়সের পশুর একটি পরিচিতি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। বাছুরের রোগের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সাথে কোন্ বয়সের বা কখন গরুকে বাছুর, বকনা, গাভী বলা হয় তা উল্লেখ থাকলে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট পরিষ্কার হত।' উল্লিখিত বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসাবে বাদলা, তড়কা, গলাফুলা, জলাতঙ্ক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাদলা রোগ বাছুরের রোগ নয়। একটি গরুর ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গরুর রোগ। তেমনি তড়কা ও গলাফুলা সব বয়সের গরুর রোগ। জলাতঙ্ক সকল প্রজাতি ও বয়সের পশু ও মানুষের রোগ যা শুধু বাছুরের সুনির্দিষ্ট মারাত্মক রোগ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে না। অপরদিকে বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগ এন্টারোটকসেমিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি বাছুরের রোগের উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপ ৪০ পৃষ্ঠায় পাতাকৃমি দ্বারা বাছুর মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে পাতাকৃমি দ্বারা বাছুর আক্রান্ত হবার তথ্য নাই বললেই চলে। তবে ফিতাকৃমি দ্বারা বাছুর আক্রান্ত হতে পারে যা উল্লেখ করা হয়নি। উল্লিখিত পৃষ্ঠায় পরজীবীর আক্রমণে বাছুরের রক্তশূন্যতা দেখা দেয় উল্লেখ রয়েছে। 'রক্তশূন্যতা'র সৃষ্টি কখনই হতে পারে না বরং কথাটি হওয়া উচিত ছিল রক্তাল্পতা। বইটির ৭৫ পৃষ্ঠায় হাঁস-মুরগীর কলেরা চিকিৎসায় টেরামাইসিন ইনজেকশন ফলদায়ক লেখা হয়েছে। অথচ কলেরার মত পেটের পীড়ায় ওষুধ ইনজেকশন অপেক্ষা মুখে খাওয়ানোতেই অধিক কার্যকর।

বস্তুত পশুপালন অধ্যায়ের আগাগোড়া পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে, এটি কোন একাডেমিশিয়ান দ্বারা রচিত হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক এমন ত্রুটিপূর্ণ দায়সারা-গোছের বই প্রকাশ শুধু দুঃখজনকই নয়—হতাশাব্যঞ্জকও।

ডঃ এম এ সামাদ
অধ্যাপক
ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।